Delhi Public School, Howrah

PERIODICT TEST-3(2024 – 2025)
Class- XI

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART-A

1) নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (2×5=10)

A. বাঙালির কালীপুজোর ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। আমরা দেখি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব রুখতে কালীপুজোর প্রবর্তন করেন। শোনা যায়, তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রজাদের মধ্যে যারা এই পুজো করতে অস্বীকার করবে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে। ফলত, প্রতি বছর দশ হাজারেরও বেশি কালীপুজো শুরু হল। সাধক রামপ্রসাদ কালীকে দেখলেন ছোট্ট শ্যামলা গ্রাম্য বালিকা রূপে। কাজেই তাঁর কালী ভয়ঙ্করী নন। কালীর কাছে তাঁর আকুতি "হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।" পরবর্তী কালে দেবতাকে আপন করার সাধনাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীকে মানবী রূপে দেখেন। ১৮৯৮ সালে দ্বিতীয় বার কাশ্মীর ভ্রমণের সময় স্বামী বিবেকানন্দ 'কালী দ্য মাদার' কবিতাটি লিখলেন যা বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মৃত্যুরূপা মাতা' নাম দিয়ে কবিতাটি অনুবাদ করলেন। কবিতাটি পড়ে সিস্টার নিবেদিতা কালীর প্রতি আগ্রহী হলেন এবং ১৯০০ সালে কালী দ্য মাদার নামেই একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটি শ্রীঅরবিন্দকে এতটাই উদ্দীপ্ত করে যে পরবর্তী কালে ইংরেজদের বিনাশ করার শক্তি অর্জনের জন্য তিনি বাংলার বিপ্লবীদের কালীসাধনায় উৎসায়িত করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রও চরম কালীভক্ত ছিলেন। বাঘা যতীন ও রাসবিহারী বসুর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল এক অমা-রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি পাঁঠার দোকান ছিল কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে। অকৃতদার অনুকূলচন্দ্রের পরে দোকানটির মালিক হন তাঁর ডাকাবুকো ভাইপো গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাংলায় মুসলিম লিগের শাসনকালে ১৯৪৬ সালের ১৬ অগষ্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর হিন্দুরা নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটের শিকার হল। শোনা যায়, এই সময় একদিন গোপাল দোকানে থাকাকালীন একদল মুসলমান ওই এলাকায় হানা দেয়। তখন কালী উপাসক অনুকূলচন্দ্রের দোকানের কালীমূর্তির হাতের সত্যিকারের খড়্গ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ করলেন। গোপালের বিক্রম দেখে তাঁর অনুগত ছেলের দলও হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে এগিয়ে এসে হানাদারদের পালাতে বাধ্য করল।

আজ যখন অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-ধর্ষণ-দুর্নীতি রাজনৈতিক নেতাদের চরম ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বহু কালের তিলে তিলে জমা ক্ষোভ আর ঘৃণার বারুদে আগুন দিয়েছে আর জি কর কাণ্ড, তখন অমিতশক্তিশালী নারীরা রাত দখল করে, হাজার কণ্ঠে গর্জন করছেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। মহামায়ার অংশরা আজ আর কেউ একা নয়। কালীভক্ত অনেক বাঙালিরই আজ মনে হতে পারে, এ যেন যুগোপযোগী এক নতুন ধরণের শক্তি-আরাধনা। অশুভর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়া তথা তিলোত্তমা থেকে সৃষ্টি হওয়া দশমহাবিদ্যা চৌষট্টি যোগিনী আজ সময়ের দাবিতে দিনে দিনে চৌষট্টি হাজার, চৌষট্টি লক্ষ যোগিনীতে পরিণত হচ্ছে।

I) শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীকে মানবী রূপে দেখেন।

কারণ (ক): তাঁকে মা ভবতারিণী মানবী রূপেই দেখা দিয়েছিলেন।

কারণ (খ) : তিনি কালীর রণরঙ্গিণী রূপকে বর্জন করেছিলেন।

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

II) সাধক রামপ্রসাদ তাঁর একটি গানে বলছেন "হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।" –গানটির মধ্যে দিয়ে যে দুটি ধর্মের কথা বলতে চেয়েছেন তা হল -

a. বৈষ্ণব ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম

b. হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

c. বৌদ্ধ ধর্ম ও মুসলিম ধর্ম

d. হিন্দু ধর্ম ও মুসলিম ধর্ম

III) অমিতশক্তিশালী নারীরা রাত দখল করে, হাজার কণ্ঠে গর্জন করছেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।- আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্রের যে দিকটির প্রকাশ পেয়েছে -

a. চরম অনৈতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা প্রতিবাদ করেছে

b. তারা শাসক গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে তারা কালীর এক অভিন্ন রূপ

c. তারা প্রচণ্ড আবেগঘন হয়ে অশুভর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে

d. তারা রাগী একদল মানুষ

IV) গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে গোপাল পাঁঠা সম্পর্কে অনুকূলচন্দ্রের -

a. বোনের ছেলে

b. ভাইয়ের ছেলে

c. জ্যাঠার ছেলে

d. দিদির ছেলে

V) 'উদ্দীপ্ত' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ হল-

a. আলোহিতা

b. উদ্দাম

c. সফল

d. উত্তেজিত

B. "কিন্তু মানুষকে আমরা সচেতন করে উঠতে পারছি না লক্ষ্য অনুযায়ী", একটু মনমরা হয়েই বলি আমি। সকাল থেকে এক জন মহিলার এতগুলো মেয়ে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, প্রজনন সংখ্যা কম রাখার উদ্দেশ্যটাই এখনও আমরা মানুষকে বোঝাতে পারিনি। অথচ চাকরি রক্ষার স্বার্থে আমাকে পজিটিভ রিপোর্ট দিয়ে যেতে হবে। এই দ্বিচারিতা আমি মন থেকে মানতে পারি না। ছেলে হোক বা মেয়ে, তা যে এক বা দুইয়ের বেশি দরকার নেই, সেটাই তো বোঝা দরকার ভবিষ্যতের বাবা-মায়েদের। ভাবতে ভাবতে জালনার দিকে তাকাই। এমন সুন্দর দিনটা, একটু ঘুরে এলে ভাল লাগবে বোধহয়। তৈরি হয়ে উঠোনে নামতেই দেখি বাদল বিকেলে নয়, সকালেই ফিরে এসেছে। মধুও হাজির উঠোনে।

"কী ব্যাপার বাদল, তুমি ফিরে এলে যে এত তাড়াতাড়ি?"

হাতের ঢাউস চটের ব্যাগখানা মধুর হাতে তুলে দিয়ে হাসে বাদল, "কাজ হয়ে গেল বাবু।" দেখি উঠোনের শেষে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চার মূর্তি। আবার মাথাটা একটু গরম হয় আমার। আজকের যুগেও কারও চারটে বাচ্চা হবে কেন?

"এরা কারা বাদল?" গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করি।

"আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি আমার ইস্তিরি? এই তোরা এ দিকে আয়। বাবু খুব ভালোমানুষ। পেন্নাম কর সব..." আমার বিরক্তির দিকে কোনও খেয়াল নেই বাদলের। সে তার মেয়েদের নাম বলতে বলে। চারটে মেয়ে রিন রিন ঠিন ঠিন করে বলে ওঠে "রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলি।"

আমি চমকাই, "এ আবার কেমন নাম?"

"হ্যাঁ বাবু, ওদের মা রেখেছে।"

মধু তত ক্ষণে বারান্দার উপর ব্যাগ উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। ভিতর থেকে গোছা গোছা খাতা, কিছু বই, কিছু সস্তার লজেন্সের ও বিস্কুটের প্যাকেট আরও কী কী সব ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেময়। বাচ্চাদের জন্যই বাজার করতে শহরে গিয়েছিল বাদল। সে দিকে তাকিয়ে গোমড়ামুখে বলি, "এতোগুলো মেয়ে তোমার, ...তোমার তো বোঝা উচিত..."

"কী করব বাবু! এই বাচ্চাগুলোকে তো ফেলে দিতে পারি না। যাদের কেউ নেই, তাদের একটা পরিবার দিতে চেয়েছি। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মেয়ে বানালাম।আমার ঘর স্বর্গ হয়ে গেছে বাবু..."

প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগে আমার। সকাল থেকে কত কী-ই না ভেবে গেলাম। বাদল হাসি মুখে বলেই চলেছে "আমি মুখ্যু, কিন্তু মধু বিএ পাশ। নিজে পড়ায় মেয়েদের। আমার মুখ দিয়ে নিতান্ত একটি সাধারণ কথা বেরোয়, "তোমাদের নিজেদের বাচ্চা এলে এদের কী হবে?

বাদল হাসে, "সে উপায় আর রাখিনি বাবু। দু'জনে যুক্তি করে অপারেশন করে এসেছি।মধু বলে কত বাচ্চা ঘর পায় না। এদেরই..."

চোখে পড়ে, ঘোমটা টানা মহিলাটির মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির আলো। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার খেটে খাওয়া স্বামীটির মুখেও।

আমি রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলির দিকে তাকিয়ে দেখি, ভবিষ্যতের সার্থক নাগরিকদের ধুলোমাখা মুখে সূর্যের আলোর মতো হাসি।

এবার আমার রিপোর্টটা সম্পূর্ণ হবে।

I) "এই দ্বিচারিতা আমি মন থেকে মানতে পারি না।"- লেখকের তাঁর কোন্ কাজকে দ্বিচারিতা বলে মনে হয়েছে?

a. প্রজনন সংখ্যা কম রাখার উদ্দেশ্যটাই মানুষকে বোঝাতে না পারা।
b. দরিদ্র মানুষকে সস্তার লজেন্সের ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া।
c. চাকরি রক্ষার স্বার্থে ভারতের প্রজনন সম্পর্কে পজিটিভ রিপোর্ট দেওয়া
d. প্রজনন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে না পেরেও চুপ করে থাকা

II) মন্তব্য: "প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগে আমার।"-

কারণ(ক) লেখক শুনলেন তিনি যাদের বাদলের মেয়ে বলে জেনেছেন তাদের আসলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া

কারণ(খ) বাদল সম্পর্কে ভুল ধারণা পুষে রাখার জন্য

মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোন্ কারণটি সঠিক?

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল
b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক
c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল
d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

III) বাদল লেখককে বলেছিল কত বাচ্চা ঘর পায় না তাই তার স্ত্রী এদের ঘর দিয়েছে। - একথায় মধুর কেমন অনুভূতি হলো?

a. দু'চোখ ভরে কান্না এল
b. ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল
c. মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল

d. উত্তেজিত হয়ে উঠল

IV) ভবিষ্যতের সার্থক নাগরিক বলতে লেখক কাদের বুঝিয়েছেন?

a. মধু ও তার স্বামীকে

b. মধু, বাদল ও রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলিকে

c. বাদল ও রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলিকে

d. রস, কষ, শিঙাড়া, বুলবুলিকে

V) 'সচেতন' শব্দটির বিপরীত শব্দ কী?

a. অচেতন

b. চেতন

c. অসচেতন

d. জড়

SECTION-B(Grammer)

2) যে কোনো পাঁচটি বাচ্য পরিবর্তন করে লেখো: (MCQ) (1×5=5)

I) মাটিতে সকলকেই বসতে হবে।- এটি _____ বাচ্যের উদাহরণ।

a. ভাববাচ্য

b. কর্মবাচ্য

c. কর্তৃবাচ্য

d. কোনটাই নয়

II) তিনি টিকিট কেনেন নি।- বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করলে হবে-

a. তাকে টিকিট কিনতে হয় নি।

b. তার টিকিট কেনা হয়েছে।

c. তার টিকিট কেনা আছে।

d. তার টিকিট আছে।

III) বাচ্য পরিবর্তনে কোন্ পদের রূপান্তর ঘটানো হয়?

a. বিশেষণ পদের

b. ক্রিয়াপদের

c. বিশেষ্য পদের

d. অব্যয় পদের

IV) বারবেলা পড়ে গেল, আমি আর যাচ্ছি না। - ভাববাচ্যে পরিবর্তন কর:

a. বারবেলা পড়ে গেল, আমার আর যাওয়া হয় নাই

b. বারবেলা পড়ে গেল, আমি আর যাওয়া হল না

c. বারবেলা পড়িয়া যাওয়ায় আমি আর যাচ্ছি না

d. বারবেলা পড়ে গেল, আমার আর যাওয়া হল না

v) শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক। > শুভকার্যের সম্পাদন হইয়া যাক- এটি

a. কর্মবাচ্য থেকে ভাববাচ্য হয়েছে

b. ভাববাচ্য থেকে কর্মবাচ্য হয়েছে

c. ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

d. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

VI) ভাববাচ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে –

a. ক্রিয়ার প্রাধান্য সূচিত হয়

b. কর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়

c. কর্তার প্রাধান্য সূচিত হয়

d. কোনটাই নয়

VII) ছবিটি আমার আগেই দেখা – বাক্যটি কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করলে হয়:

a. ছবিটি আমি আগেই দেখেছি।

b. ছবিটি আমায় দেখতে হবে।

c. ছবিটি আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে।

d. ছবিটি দেখছি।

SECTION-C

(Main Course Book)

3) পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ **(1×5=5)**

I) 'গুরু' নাটকটি যে নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ, তা হল-

a. বিসর্জন

b. অচলায়তন

c. মুক্তধারা

d. ডাকঘর

II) সুভদ্র অচলায়তনের উত্তরদিকের জানলা খুলেছিল-

a. রেগে গিয়ে

b. আনন্দে

c. পঞ্চককে সাবধান করবে বলে

d. নিছক কৌতূহল বসে

III) সনাতন প্রথা, সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান-

a. দাদাঠাকুর

b. আচার্য

c. উপাধ্যায়

d. পঞ্চক

IV) 'গুরু' নাটকের সুভদ্র চরিত্রের প্রধান দিক হল:

a. তার মধ্যে রয়েছে দণ্ডময় মানসিকতা

b. তার মধ্যে রয়েছে আশ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা

c. তার মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধ

d. সে নিঃসঙ্গ একটি চরিত্র

V) "আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর"-

a. মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে

b. ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে

c. রাজপথে মিশিয়ে দিতে হবে

d. বিজয় রথ পর্যন্ত তুলে দিতে হবে

VI) যিনি পঞ্চকের দাদাঠাকুর তিনিই দর্ভকদের কাছে –

a. গুরু

b. আচার্যদেব

c. গোঁসাই ঠাকুর

d. কোনটাই নয়

VII) "কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর" – আচার্যদেব উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাঁধতে পারেন নি কারণ:

a. তিনি বাঁধার সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছেন

b. যিনি সব জায়গায় ধরা দিয়ে বসে আছেন তাকে এক জায়গায় বাঁধা যায় না

c. তিনি অগতির গতি

d. তিনি নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারেন

4) পাঠ্যসাহিত্য পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ **(1×5=5)**

I) গালিলিওর কোন্ স্বভাব তার শেষজীবনে অশেষ দুঃখের কারণ হয়েছিল?

a. একগুঁয়েমি স্বভাব

b. যুক্তিতর্কের প্রবণতা

c. সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা

d. কাউকে শ্রদ্ধা না-করার প্রবণতা

II) "সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,/ ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল"- কবি কেন বিপ্লবীদের সিংহ ও বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

a. বিপ্লবীদের বিক্রম ও শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য

b. বিপ্লবীদের মানসিক গঠন প্রকাশের জন্য

c. বিপ্লবীদের ইংরেজ দ্বারা পীড়ন প্রকাশের জন্য

d. বিপ্লবীরা কতটা হিংস্র তা বোঝাবার জন্য

III) "যম যাতনা যেত দূরে"- কীভাবে তা সম্ভব?

a. ঈশ্বর সাধনা করলে

b. সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হলে

c. পড়শি তথা মনের মানুষের স্পর্শ পেলে

d. বাউল সাধক হলে

IV) "তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে"- কারণ

কারণ(ক): সৌখী বাড়ি ফিরে ছেলেকে দেখতে পাই নি।

কারণ(খ): মায়ের দরজা খুলতে দেরি হয়েছিল।

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল
b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক
c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল
d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) "না মাসিমা, আর পালাব না"- উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার মানসিকতার যে দিকের প্রকাশ ঘটে তা হল-

a. সহানুভূতিশীল মন
b. মুহূর্তের বিহ্বলতা
c. কর্তব্যবোধ
d. সহৃদয়তা

VI) 'নুন' কবিতায় আমরা কারা?

a. ভাই-বোন
b. বাপ-ব্যাটা
c. স্বামী-স্ত্রী
d. গুরু-শিষ্য

VII) "আসে নাই ফিরে _____"

a. বীণার তন্ত্রী
b. বন্দিনী বাণী
c. ভারত – ভারতী
d. যুগান্তরের ধর্মরাজ

PART-B: Descriptive Questions

SECTION-B (Grammar)

5) বাংলা শব্দভাণ্ডারের নিম্নলিখিত ভাগের যে কোনো একটির উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: (2)

I) তৎসম অথবা II) তদ্ভব

6) নিম্নলিখিত শব্দগুলির কোনটি দেশী ও কোনটি বিদেশী শব্দ তা লেখো: (যে কোন চারটি) (0.5×4=2)

I) বাবা II) আনারস III) কাকাতুয়া IV) কুলো V)কাঁচি VI)ট্রাম VII) ডাব

7) নির্দেশানুযায়ী উক্তি পরিবর্তন করো: (যে কোন চারটি) (1×4=4)

I) পণ্ডিতমশায় বললেন, "এই বীজে অঙ্কুরোদগম হবে না।" (পরোক্ষ উক্তি)

II) দাদা আমাকে গুরুজনের বাধ্য হতে উপদেশ দিলেন। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

III) সেকেন্দার বললেন, "কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!"(পরোক্ষ উক্তি)

IV) নরেন্দ্রনাথ দেবীর কাছে শুদ্ধা ভক্তির প্রার্থনা জানালেন। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

V) খুড়ো খুব খেদোক্তি করে বললেন যে তিনি বড়োই বিপদে পড়েছেন। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

VI) বাবাকে বললাম, "তোমার কলমটা একবার দাও না।"(পরোক্ষ উক্তি)

SECTION-C

Supplementary Reader/Non-detailed Text

8) "শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা"- নতুন পন্থাটি কী? এই নতুন পন্থা গ্রহণ করার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? (2+3=5)

অথবা

"সত্যমেব জয়তে"- লেখক কোন্ পরিপেক্ষিতে আলোচ্যমান উক্তিটি ব্যবহার করেছেন? এমন মন্তব্যের কারণ তোমার কী বলে মনে হয়?

9) "বুড়ি উঠে বসে"- কেন? (2)

10) "এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না"- কার সম্পর্কে কার এই উক্তি? এ ধরণের উক্তি তুমি কতটা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে কর? (2+3=5)

অথবা

"এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে"- কোন্ জ্বালার কথা এখানে বলা হয়েছে? সেই সমস্যার আদৌ কী সমাধান হয়েছিল বলে তুমি মনে কর?

11) "তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না।"- আলোচ্যমান কথাটির মধ্যে দিয়ে তাদের মানসিকতার কোন্ দিক ফুটে উঠেছে? (3)

12) **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো:** (5)

আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।

অথবা

অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারিনা অত্যাচার
যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,

13) "ফুল কি হবেই তাতে?"- কোন্ ফুল? এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কবি কোন্ সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে তুমি মনে কর? (2+3=5)

অথবা

"আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক"- কারা কাদের কাছে এই দাবি করেছে? এই দাবী কতটা যুক্তিসংগত?

14) "ঐ আমাদের কাছে দুর্লক্ষণ"- আয়তনের উপাচার্যদের কাছে পঞ্চক কেন দুর্লক্ষণ? (2)

15) "ভয়ানক পুণ্য"- পুণ্য ভয়ানক কেন? (3)

16) "পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি" – আলোচ্যমান উক্তিটি কে কার কথার উত্তরে বলেছে? উক্তিটির মধ্যে দিয়ে তাদের ভাবনার যে দিকের প্রকাশ ঘটেছে তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত বলে তুমি মনে কর? (2+3=5)

অথবা

"এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব" – কে কাদের একথা বলেছে? এই বক্তব্যে বক্তার কোন্ মানসিকতা প্রকাশিত?

Section-D

Creative Writing

17) চরিত্র গঠনে বিবেকানন্দই হলেন আদর্শ শিক্ষক- দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। (6)

অথবা

আজকের এই অস্থির সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই বড়ই প্রাসঙ্গিক-দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

18) নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির সারাংশ লেখো: (6)

জীবনের পরম সত্য এই: শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। তুমি যা চিন্তা করবে, তাই হবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাব, তবে দুর্বল হবে। তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।'এইরকম তেজ, এইরকম সঙ্কল্প আশ্রয় করে খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হবে। যে যা বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও-দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে-এইটি জানো। সাহস অবলম্বন কর। ভগবান বড় বড় কাজ করবার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট করেছেন আমরা তা করব। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও – প্রাণের ভয় পর্যন্ত কর না। মানুষকে অভয় দিয়ে বল-'ওঠ, জাগো,লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না।'জেনে রেখো তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টি কর্তা। তুমি যে শক্তি বা সহায়তা চাও, তা তোমার ভিতরেই রয়েছে। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম,, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। অপরের কাছে ভাল যা পাও শিক্ষা কর। দুইটি জিনিস থেকে বিশেষ সাবধান থাকবে- ক্ষমতা-প্রিয়তা ও ঈর্ষা। সবসময় আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করতে চেষ্টা কর।